সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৪তম বর্ষ ❑ দ্বাদশ সংখ্যা ❑ চৈত্র- ১৪২৭, মার্চ-এপ্রিল, ২০২১ ❑ পৃষ্ঠা ৮

খুলনার দৌলতপুরে বীজ প্রত্যয়ন .... ২ | রাজশাহীর পবায় নিরাপদ ফসল .... ৩ | বরিশালের উজিরপুরে ভেজাল.... ৪ | সারের জন্য কৃষককে কোন... ৫ | করোনাকালে এ দেশের কৃষক ... ৬

বাংলাদেশের কৃষি শিল্পোন্নত দেশের কৃষির মতো উন্নত ও আধুনিক হবে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

অনলাইনে কৃষিযন্ত্র বিতরণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে, কৃষি উন্নয়নে ও খামার যান্ত্রিকীকরণে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি।

তিনি বলেন, ১০-১৫ বছর আগেও বাংলাদেশের কৃষি ছিল সনাতন পদ্ধতির। চাষাবাদ, মাড়াইসহ সব কাজ মানুষকে শারীরিকভাবে করতে হতো। লাঙলে চাষ হতো। এখন যন্ত্রের মাধ্যমে জমি চাষ ও ফসল মাড়াই হচ্ছে। কিন্তু ধান কাটা ও রোপণ মানুষকে করতে হচ্ছে। এতে ফসল উৎপাদনে খরচ অনেক বেশি ও সময় সাপেক্ষ। সেজন্য বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল থেকে গত ১২ বছর ধরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ৫০% ও হাওড়-উপকূলীয় এলাকায় ৭০% ভর্তুকিতে কৃষকদেরকে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিতে নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বিপ্লব ঘটবে। বাংলাদেশের কৃষিও পশ্চিমা বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশের কৃষির মতো উন্নত ও আধুনিক হবে।

কৃষিমন্ত্রী ০৬ এপ্রিল ২০২১ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে কৃষকের মাঝে কম্বাইন হারভেস্টার, রিপারসহ বিভিন্ন কৃষিযন্ত্র বিতরণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

অঞ্চলভিত্তিক কৃষি বহুমুখীকরণ ও লাভজনক করতে কর্মকর্তাদের প্রতি মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর নির্দেশ

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি অঞ্চলভিত্তিক কৃষি বহুমুখীকরণ ও কৃষিকে আরো লাভজনক করতে মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য এবং পুষ্টির যোগান দিতে সমন্বিত চাষ বাড়াতে কর্মকর্তাদের আরো আন্তরিক হওয়ার পাশাপাশি কৃষকদের কাছে যেতে হবে। তাদের কথা শুনতে হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৬ ফেব্রুয়ারি

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

রংপুরে উত্তম চাষাবাদ পদ্ধতিতে উৎপাদিত আলু রপ্তানি

রংপুরের মিঠাপুকুরে আলু রপ্তানি কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, কৃষি মন্ত্রণালয়

রংপুরে ৩ এপ্রিল ২০২১ মিঠাপুকুর উপজেলা পায়রাবন্দ ইউনিয়নের ভাজেরমোড় গ্রামে সারাবাংলা কৃষক সোসাইটি সংগঠনের, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি এবং আলু রপ্তানিকারকদের সমন্বয়ে উত্তম চাষাবাদ চর্চার মাধ্যমে উৎপাদিত আলু রপ্তানি কার্যক্রম প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। প্রধান অতিথি বক্তব্য বলেন,

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

খুলনার দৌলতপুরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির দিনব্যাপী রিভিউ সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি কৃষিবিদ আব্দুর রাজ্জাক, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির ২০২০-২১ অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় খুলনা আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি আয়োজনে দিনব্যাপী এক রিভিউ সেমিনার ২১ মার্চ ২০২১ খুলনার দৌলতপুরস্থ ডিএই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির পরিচালক কৃষিবিদ আব্দুর রাজ্জাক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে এ সেমিনার উদ্বোধন করেন।

এ সময়ে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষির উৎপাদন বাড়াতে সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। কৃষি উৎপাদনের মূল হাতিয়ার মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন ও কৌলিক গুণাগুন বজায় রাখতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি ১৯৭৪ সালের ২২ জানুয়ারি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কৃষি উৎপাদনের ধারাকে অব্যাহত রাখতে প্রতি ইঞ্চি জমির ব্যবহারে আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, সরকার মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কৃষক যাতে ভেজাল বীজ দ্বারা প্রতারিত না হয় সেজন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যৌথভাবে বীজ মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তিনি বীজের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে উৎপাদকসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা কামনা করেন।

খুলনা আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ ঝন্টু কুমার সাহার সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিএই খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপপরিচালক কৃষিবিদ হাসান ওয়ারিসুল কবীর, বিএডিসি কুষ্টিয়া অঞ্চলের যুগ্ম পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ লিয়াকত আলী। বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ ইয়াসমিন সুলতানার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন, যশোর জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল কাদের। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, মাগুরা জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ ড. মোঃ মোশারফ হোসেন। দিনব্যাপী এ রিভিউ সেমিনারে ডিএই, বিএডিসি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ বীজ উৎপাদক, বীজ ডিলার, প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলে রিজিওনাল প্রগ্রেস

৩য় পাতার পর

কৃষিবিদ জনাব আমিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা। কারিগরি পর্বে কুমিল্লা, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার NATP প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম উপস্থাপন করেন এবং উন্মোক্ত আলোচনার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। উক্ত কর্মশালায় কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রনালয়ের ডিএইসহ বিভিন্ন দপ্তরের ৮৫ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

আ.ন.ম বোরহান উদ্দিন ভূঞা, কৃতসা, সিলেট

বাংলাদেশের কৃষি শিল্পোন্নত দেশের কৃষির

প্রথম পাতার পর

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। বর্তমানে কৃষিতে সরকারের মূল লক্ষ্য হলো কৃষিকে আধুনিকায়ন ও লাভজনক করা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিকে আধুনিকায়ন ও লাভজনক করতে সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্প হলো তার অনন্য উদাহরণ। এর মাধ্যমে কৃষি লাভজনক হবে ও গ্রামীণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

উল্লেখ্য, ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫২ হাজার কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হবে। চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরে এ প্রকল্পের অধীনে সারা দেশে ৫০০টি উপজেলায় ১৬১৭টি কম্বাইন হারভেস্টার, ৭০১টি রিপার, ১৮৪টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টার মোট ৫ হাজার ৭৭৬টি বিভিন্ন ধরনের কৃষিযন্ত্র কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হবে। এর মধ্যে হাওড়ে ধান সফলভাবে কাটার জন্য ৫১০টি কম্বাইন হারভেস্টার ও ২৩১টি রিপার বিতরণ করা হচ্ছে।

এ বছর প্রায় ৫ হাজার ৮০০ কৃষিযন্ত্র বিতরণ করা হবে

অনুষ্ঠানে নেত্রকোনা থেকে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন ও কৃষিযন্ত্র বিতরণ করেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো: আশরাফ আলী খান খসরু এমপি। মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ড. মো: আবদুর রৌফ, অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মো: রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) মোঃ মাহবুবুল ইসলাম, মহাপরিচালক (বীজ) বলাই কৃষ্ণ হাজরা, অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা) মোঃ আব্দুল কাদের এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইড় থেকে যুক্ত হন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক মনিরুল আলম ও প্রকল্প পরিচালক বেনজীর আলম। এ ছাড়া, ১৩টি কৃষি অঞ্চলের ১৩টি উপজেলা থেকে প্রায় ৫ শতাধিক কর্মকর্তা ও কৃষক ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো: আশরাফ আলী খান খসরু বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষিতে বিভিন্ন প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। এর ফলেই কৃষিতে আজকের সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, গত বছর সরকার দ্রুততার সাথে ভর্তুকির মাধ্যমে ধান কাটার যন্ত্র দিয়েছিল, ফলে হাওরের ধান সফলভাবে ঘরে তোলা সম্ভব হয়েছিল। সরকার এ বছরও কম্বাইন হারভেস্টার, রিপারসহ ধান কাটার যন্ত্র বিতরণ করছে। আশা করি, এবারও সফলভাবে ধান ঘরে তোলা যাবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ তার বক্তব্যে জানান, ৪৮ লাখ হেক্টর জমির বোরো ধানের পুরোটা যন্ত্র দিয়ে কাটতে পারলে ৫ হাজার ২৭১ কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হতো।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

পুষ্টি কর্নার ঃ তরমুজ

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

তরমুজ একটি অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, লৌহ ও ভিটামিন 'এ' বিদ্যমান। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম তরমুজ এ জলীয় অংশ ৯৫.৮ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৩ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ০.২ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ১৬ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.২ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ৩.৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১১ মিলিগ্রাম, লৌহ ৭.৯ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৪ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ১ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে।

রাজশাহীর পবায় নিরাপদ ফসল উৎপাদনে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব ড. মোঃ আবদুর রৌফ, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ২৭ মার্চ ২০২১ আইপিএম মডেল ইউনিয়ন (পারিলা, পবা, রাজশাহী) এর কৃষকদের সাথে মতবিনিময় ও প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়ন করেন ড. মোঃ আবদুর রৌফ, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চলের সম্মানিত অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের পিডি জনাব আহসানুল হক চৌধুরী, জনাব মোঃ আফজল হোসেন, মহাপরিচালক, পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, জনাব দীপক কুমার সরকার, যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা- ২ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, জনাব সুজয় চৌধুরী, উপসচিব, পরিকল্পনা-৭ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়সহ উক্ত প্রকল্পের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পবা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শারমিন সুলতানা। মতবিনিময় সভা শুরুর আগেই অতিথিদ্বয় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রদর্শনী ঘুরে ঘুরে দেখেন।

সম্মানিত অতিথিরা বলেন, দেশে এখন বিভিন্ন প্রকার ফসলের উৎপাদন হচ্ছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এসব ফসলে নতুন নতুন পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের প্রাদুর্ভাবও ঘটছে। তাই পরিবেশবান্ধব কৌশলে নিরাপদ ফসল উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ কারণে পরিবেশবান্ধব উপায়ে সমন্বিত বালাইব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কম খরচে বিষমুক্ত নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনসহ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষকদের সক্ষম হয়ে এবং কৃষকদের আর্থিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে পরবর্তী সুস্থ প্রজন্ম গড়ার প্রত্যয়ে উপস্থিত কৃষক-কৃষানিদের সচেতন থাকার জন্য বিশেষ ভাবে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, কৃষক-কৃষানি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ মো: আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলে রিজিওনাল প্রগ্রেস রিভিউ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ), NATP-2, ডিএইর আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত NATP-2 কার্যক্রমের আলোকে "Regional Progress Review Worksop 2020-2021" শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা ২২ মার্চ ২০২১ হর্টিকালচার সেন্টার, খাদিমনগর, সিলেটের প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ জনাব আজহারুল ইসলাম সিদ্দিকী, পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট ও কৃষিবিদ জনাব পীযূষ কান্তি সরকার, কনসালট্যান্ট, NATP-2, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। পরিচালক মহোদয় NATP প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

কর্মশালা উদ্বোধনী ও কারিগরি এ দু'টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরি পর্বে কুমিল্লা, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার NATP প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ জনাব দিলীপ কুমার অধিকারী, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, সিলেট অঞ্চল, সিলেট এবং কারিগরি পর্বে সভাপতিত্ব করেন

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

সরকারের কৃষিক্ষেত্রে ভিশন বাস্তবায়নে একসাথে কাজ করার আহ্বান

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী, সরকারের কৃষিক্ষেত্রে ভিশন বাস্তবায়নে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান। ২৮-২৯ মার্চ ২০২১ ঢাকায় খামারবাড়ির কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স কক্ষে সরকারি চাকরির অত্যাবশ্যকীয় নিয়মাবলী সংক্রান্ত ২দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তব্যে প্রধান অতিথি এ কথা বলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান তথ্য অফিসার কৃষিবিদ তুষার কান্তি সমদ্দার, কৃষিবিদ মো. রেজাউল করিম উপপরিচালক (গণযোগাযোগ), কৃষিবিদ মো. তৌফিক আরেফীন, উপপ্রধান তথ্য অফিসার, কৃষিবিদ মো. মঞ্জুর হোসেন, তথ্য অফিসার (কৃষি) উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, কৃষি তথ্য সার্ভিসের ৩০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। *কৃতসা, ঢাকা*

বরিশালের উজিরপুরে ভেজাল সার শনাক্তকরণের ওপর কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি জনাব মো: ছাব্বির হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এসআরডিআই

মাটির নমুনা সংগ্রহ, সুষম সার ব্যবহার ও ভেজাল সার শনাক্তকরণ শীর্ষক দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ ২৪ মার্চ ২০২১ বরিশালের উজিরপুর উপজেলার মুন্ডপাশা কৃষি সমবায় সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের (এসআরডিআই) আয়োজনে এ উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আয়োজক প্রতিষ্ঠানের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো: ছাব্বির হোসেন। তিনি বলেন, ফসলের আশানুরূপ ফলন পেতে জমিতে সার দেয়া দরকার। তবে তা অবশ্যই সুষম হতে হবে। এর চেয়ে আরো গুরুত্ব হচ্ছে সার যেন ভেজাল না হয়। তাই সার ব্যবহারের পূর্বে যাচাই করা জরুরি।

উপজেলা কৃষি অফিসার মো: তৌহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এসআরডিআইর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো: জগলুল পাশা এবং আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো: শাহাদাত হোসেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এসআরডিআইর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ইসরাত জাহান। প্রশিক্ষণে ২৫ জন কৃষক ও সার ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

কুষ্টিয়ার মিরপুরে কৃষক-কৃষানিদের মাঝে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ২০২০-২১ অর্থ বছরের খরিপ-১/২০২০-২১ মৌসুমে আউশ প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক-কৃষানিদের মাঝে বিনামূল্যে আউশ ধানের বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ উদ্বোধনী

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

অঞ্চলভিত্তিক কৃষি বহুমূখীকরণ ও লাভজনক

প্রথম পাতার পর

২০২১ চট্টগ্রামের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ হলে আয়োজিত চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভায় এ নির্দেশনা দেন।

সভায় জেলা কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ জেলার কৃষির বর্তমান অবস্থা সমস্যা সম্ভাবনা ও করণীয় তুলে ধরেন। তারা বলেন, দেশের প্রায় এক দশমাংশ এলাকা পাহাড়ে অবস্থিত। এসব পাহাড়ে প্রচলিত কৃষি পদ্ধতির পাশাপাশি অপ্রচলিত ফলের চাষাবাদ খুবই লাভজনক হবে। বিশেষ করে কাজুবাদাম, কফি ও ড্রাগন ফল উৎপাদনের অপার সম্ভাবনা রয়েছে পাহাড়ি এলাকাগুলোতে। কাজুবাদাম ও কফির বাণিজ্যিক উৎপাদন করতে পারলে তা দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানিও করা যাবে। ফলে এ অঞ্চলে কৃষি চাষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতবিনিময়কালে বলেন, বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি উৎপাদন কিছুটা ব্যাহত হয়। তাও নিরসনের চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, কৃষি শুধু মানুষের খাদ্যের যোগান দেয় না, শিল্পের কাঁচামালেরও অন্যতম উৎস। তাই কৃষিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। করোনা মহামারি মোকাবেলায় কৃষি অন্যতম সহায়ক খাত হিসেবে কাজ করেছে বলে এসময় তিনি উল্লেখ করেন।

অঞ্চলভিত্তিক কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, যে অঞ্চলে যে ফসল ভালো হয় তার ওপর জোর দিতে হবে। কৃষকের আয় বাড়াতে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ বাড়াতে হবে। কৃষকের জমিতে যেতে হবে। তাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও নির্দিষ্ট ফসলের ভবিষ্যৎ চাহিদা বোঝাতে হবে। তবেই কৃষি উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ উইংয়ের সরেজমিন পরিচালক এ কে এম মনিরুল আলম, হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক মো. ওয়াহিদুজ্জামান, চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. মঞ্জুরুল হুদা, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক পবন কুমার চাকমা বক্তৃতা করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

রংপুরে উত্তম চাষাবাদ পদ্ধতিতে উৎপাদিত আলু

প্রথম পাতার পর

বর্তমান সরকার কৃষকের সুবিধার জন্য বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যার কারণে কম দামে সার ক্রয়সহ অন্যান্য সুবিধা পাচ্ছে কৃষকরা। রপ্তানি প্রতিযোগিতা বাড়ানোর পাশাপাশি রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণে উপযোগী জাত উদ্ভাবন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক খন্দকার আব্দুল ওয়াহেদ, রংপুর জেলা প্রশাসক আসিব আহসানসহ বিএডিসির হতে আগত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘের (এফএও) সিনিয়র অ্যাডভাইজার মাহমুদ হোসেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, মিঠাপুকুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মামুন ভুঁইয়া, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দপ্তর প্রধানগণ এবং সারা বাংলা কৃষক সোসাইটির সভাপতি জোব্বার, সম্পাদক ওবায়দুল হক প্রমুখ।

আলু উৎপাদনকারী সংগঠনের মাধ্যমে জানা যায় যে, রংপুরের মিঠাপুকুরে উৎপাদিত ৩ হাজার ২৮ মেট্রিক টন গ্রানুলা জাতের আলু মালয়েশিয়া যাচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এবং সারা বাংলা কৃষক সোসাইটির উদ্যোগে কৃষকদের কাছ থেকে রপ্তানিকারকরা সরাসরি এই আলু ক্রয় করে বিদেশে পাঠাচ্ছেন।

কৃষি বিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন ১৬১২৩ নম্বরে

সারের জন্য কৃষককে কোন কষ্ট করতে হয় না : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বর্তমান সরকারের আমলে সারের জন্য কৃষককে কোন রকম কষ্ট করতে হয় না বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষকবান্ধব ও কৃষকদরদি। তার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশে সার ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। সরকার একদিকে যেমন সারের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে তেমনি চার দফায় সারের দামও অনেক কমিয়ে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে, কৃষি উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ সারের জন্য কৃষককে এখন কোন রকম কষ্ট করতে হয় না। অথচ এই সার ব্যবস্থাপনায় বিএনপি ১৯৯১-৯৬ ও ২০০১-০৬ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে দুবারই চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। তখন সারের জন্য কৃষককে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছিল, সারের দাবিতে কৃষককে আন্দোলন করতে হয়েছিল; প্রাণ দিতে হয়েছিল।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ০৮ এপ্রিল ২০২১ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে 'সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটির' সভায় এ কথা বলেন। সভায় নিবিড় ও সম্প্রসারিত চাষাবাদের প্রয়োজনে ২০২১-২২ অর্থবছরে রাসায়নিক সারের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে মোট ৬৬ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে ইউরিয়া ২৬ লাখ টন, টিএসপি ৭ লাখ টন, ডিএপি ১৬ লাখ ৫০ হাজার টন ও এমওপি ৭ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন।

গত ২০২০-২১ অর্থবছরে সারের চাহিদা ছিল ইউরিয়া ২৫ লাখ ৫০ হাজার টন, টিএসপি ৫ লাখ, ডিএপি ১৫ লাখ টন ও এমওপি ৭ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন।

> নিবিড় ও সম্প্রসারিত চাষাবাদের প্রয়োজনে ২০২১-২২ অর্থবছরে রাসায়নিক সারের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে মোট ৬৬ লাখ মেট্রিক টন।

কমিটির আহ্বায়ক কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপির সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল সভায় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মতিয়া চৌধুরী এমপি, সংসদ সদস্য মো: আব্দুল হাই, সংসদ সদস্য মো: জোয়াহেরুল ইসলাম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম ও অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) মো: মাহবুবুল ইসলামসহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বান্দরবানে পাহাড়ি কৃষি উন্নয়নে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাঙ্গামাটি এর আয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা কার্যালয়ের সভা কক্ষে ১৫-১৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত পাহাড়ি কৃষি উন্নয়নে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে ২ দিনব্যাপী উপসহকারী কৃষি অফিসারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বান্দরবান পার্বত্য জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. এএকএম নাজমুল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রাঙ্গামাটি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএই রাঙ্গামাটি অঞ্চল কার্যালয়ের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: নাসিম হায়দার, ডিএই বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ এমএম শাহ্ নেয়াজ এবং কৃষি তথ্য সার্ভিস রাঙ্গামাটি অঞ্চলের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী।

প্রধান অতিথি বলেন বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের প্রচেষ্টায় পাহাড়ের কৃষিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। প্রতিনিয়ত পাহাড়ের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যায়ের কৃষকদের মাঝে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আর এ কাজে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে হয় মাঠ পর্যায়ের উপসহকারী কৃষি অফিসারদের। পাহাড়ি কৃষি উন্নয়নে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ এসএএওদের আধুনিক কৃষি তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান, দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে পাহাড়ি কৃষির উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা, উত্তরণের উপায় এবং সম্ভাবনা, কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন অ্যাপস্ পরিচিতি ও ব্যবহার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলার ৩০ জন উপসহকারী কৃষি অফিসারকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

বরিশালের উজিরপুরে কৃষকের মাঝে কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণ

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর ভার্চুয়ালী উদ্বোধনের অংশ হিসেবে ৬ মার্চ ২০২১ বরিশালের উজিরপুরে ভর্তুকিমূল্যে কৃষকের মাঝে কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণ করা হয়। উপজেলা কৃষি অফিস আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন, উপপরিচালক হৃদয়েশ্বর দত্ত, উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রনতি বিশ্বাস, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন, উপজেলা কৃষি অফিসার

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

করোনাকালে এ দেশের কৃষক ও কৃষিবিদরাই দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্মল হোল্ডার এগ্রিকালচার কম্পিটিটিভনেস (এসএসিপি) প্রজেক্ট এর আওতায় ৮ মার্চ ২০২১ বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলার শিয়ালকাঠি গ্রামে প্রকল্পভুক্ত কৃষকসহ অন্যান্য প্রকল্পের কৃষক-কৃষানিদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বক্তব্যে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ও মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় কৃষিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ২২ রকম প্রণোদনা কর্মসূচি প্রদান করেছেন। করোনাকালে এ দেশের কৃষক ও কৃষিবিদরাই দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সবাই মিলে হাতে হাত রেখে কাজ করলে দেশের উন্নতি ও কৃষি আরো সমৃদ্ধ হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাগেরহাটের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ শফিকুল ইসলাম সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন, ডিএই খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ জি এম এ গফুর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ও এসএসিপি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট কৃষিবিদ মোঃ হামিদুর রহমান ও কচুয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজিৎ কুমার দেবনাথ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন, প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আইয়ুব আলী। মতবিনিময় সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা,কর্মচারীসহ এসএসিপি ও চলমান অন্যান্য প্রকল্পভুক্ত শতাধিক কৃষক- কৃষানি উপস্থিত ছিলেন। এর আগে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, খুলনা

রপ্তানিযোগ্য বারি পানিকচু-৩ অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় সবজি

পুষ্টি তথ্য মতে সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিন ২২০-২৫০ শাক সবজি খেতে হয়। কারণ তাজা শাক সবজিতে এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় মানব দেহে নানা জটিল রোগ সৃষ্টি করতে দেয় না। বিশেষ করে কন্দালজাতীয় ফসল কচুতে ফাইবার ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান অধিক পরিমাণে থাকায় কচু ও লতির দেশে -বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। কুমিল্লার চান্দিনা ও বরুড়া এলায় কচুর চাষ বেশি হয়ে থাকে। উৎপাদিত লতি বিভিন্ন ব্যবসায়িরা দেশে বিদেশে সরবরাহ করার জন্য স্থানীয় বাজার ও কৃষকের নিকট হতেই ক্রয় করে নিয়ে যান। বরুড়ার কৃষক আনোয়ার হোসেন ও অন্যান্য কৃষকের সাথে কথা বলে জানা জায় কচু এমন একটি ফসল যার জন্য বিশ হাজার টাকা খরচ করে এক লাখ হতে এক লাখ বিশ হাজার টাকার অধিক বিক্রি করা যায়। উৎপাদন খরচে পাঁচগুন মুনাফা অর্জন করা যায়। কৃষকের সার্বিক বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে এবং কৃষকরা যেন আরো উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করে বিষমুক্ত পদ্ধতিতে কচু ও কচুর লতি উৎপাদন করে রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে তা বিবেচনায় রেখে, 'কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প' এর আর্থিক সহযোগীয় কুমিল্লা বরুড়া শরাপতি ব্লকে বারি পানিকচু-৩ এর প্রদর্শনী প্রদান করা হয়। প্রদর্শনী পর্যবেক্ষণ করার জন্য ২৭ মার্চ ২০২১ গিয়েছিলেন জনাব মোঃ জালাল আহমেদ, যুগ্মসচিব, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। মোঃ সামসুল আলম, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, খামারবাড়ি, ঢাকা। মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা। মোখলেছুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বরুড়া উপজেলার কৃষি অফিসার, মোঃ নজরুল ইসলাম। মোছাঃ ফারহানা ইয়াছমিন, অতিরিক্ত উপপ্রকল্প পরিচালক (মনিটরিং), কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প। আহমেদ রিজভী, সংগনিরোধ কীটতত্ত্ববিদ।

উৎপাদন খরচের পাঁচগুণ মুনাফা অর্জন করা যায়

মো. মহসিনমিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে কৃষক-কৃষানিদের মাঝে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ *৪র্থ পাতার পর*

০৮ এপ্রিল ২০২১ উপজেলা প্রশাসন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিংকন বিশ্বাস। তিনি বক্তব্যে বলেন, করোনাকালীন সময়ে দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয় না হয় সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্নভাবে কৃষি ও কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নে বিনামূল্যে কৃষিতে প্রণোদনা দিচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে আউশ প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বীজ ও সার বিতরণ করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, স্বল্প খরচে আউশ ধানের চাষাবাদ বৃদ্ধি করলে দেশের শতকরা জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং খাদ্যের ঘাটতিও পূরণ হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলার অফিসার ইনচার্জ মো.গোলাম মোস্তফা, কুষ্টিয়া জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি প্রকৌশলী মো. আবু সাইদ প্রমুখ। শুরুতে সুধীজনদের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য দেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা কর্মচারী ও কৃষক-কৃষানি। উল্লেখ্য কৃষক-কৃষানিদের মাঝে বিনামূল্যে জনপ্রতি আউশ ধানের বীজ-০৫ কেজি, ডিএপি সার ২০ কেজি ও এমওপি সার ১০ কেজি হারে বিতরণ করা হচ্ছে। *মো.জুলফিকার আলী, কৃতসা, পাবনা*

দারিদ্র্য বিমোচনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো কৃষি: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষিকে দারিদ্র্যমোচনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার বলে উল্লেখ করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখনও বেশির ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া কৃষকদের বেশিরভাগ হলো প্রান্তিক ও ভূমিহীন। স্বল্প জমিতে ও বাড়ির আঙিনায় গরু- মুরগি পালন, ফলমূল চাষ ও শাকসবজির বাগান স্থাপনসহ বিভিন্ন আধুনিক কৃষিকাজ বৃদ্ধি পেলেই গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য আরও হ্রাস পাবে, তাদের জীবনমানের উন্নয়ন হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ৩১ মার্চ ২০২১ বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া স্টুডিওতে আরটিভি আয়োজিত 'আরটিভি কৃষি পদক ২০২১' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এমপি। এতে অন্যদের মধ্যে আরটিভির চেয়ারম্যান মোরশেদ আলম এমপি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আশিক রহমান বক্তব্য রাখেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন কৃষি এখন আর তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার পেশা হিসেবে নেই। শিক্ষিত তরুণরা কৃষিখাতে নানা উদ্ভাবন নিয়ে এগিয়ে এসেছে। কৃষিকে ভাগ্যোন্নয়নের অন্যতম সফল হাতিয়ার হিসেবে পরিণত করেছে। তিনি আরও বলেন, কৃষিখাতে এ ধরনের পুরস্কার প্রদানে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আজকে ১০ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে দেশের লাখ লাখ কৃষক, চাষি ও উদ্যোক্তারা কৃষিকাজে আরও উৎসাহিত হবে।

'আরটিভি কৃষি পদক ২০২১' পেয়েছে ৮ ব্যক্তি ও ২ প্রতিষ্ঠান। সেরা কৃষক হয়েছেন বান্দরবনের ফলচাষি তোয়ো ম্রো ও সেরা কৃষানি হয়েছেন কক্সবাজারের কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনকারী লাকী শর্মা। ফরিদপুরের সাবিনা ইয়াসমিন সেরা খামারি (গরু, ছাগল, মহিষ), সিলেটের ইমরান হোসাইন সেরা খামারি (পোলট্রি) ও চাঁদপুরের সোহেল বেপারী সেরা খামারি (মৎস্য) ক্যাটাগরিতে পদক পেয়েছেন। সেরা উদ্যান চাষি হয়েছেন সাতক্ষীরার শেখ আব্দুল জলিল। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম এ রহিমকে দেয়া হয়েছে আজীবন সম্মাননা। সেরা কৃষি উদ্ভাবন (প্রতিষ্ঠান) হিসেবে পদক পেয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। তা ছাড়া, সাতক্ষীরার সাইফুল্লাহ গাজী রঙিন মাছ চাষি হিসেবে সেরা কৃষি উদ্যোক্তা (ব্যক্তি) ও ক্রিশ্চিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি) সেরা কৃষি উদ্যোগ (প্রতিষ্ঠান) ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছে।

উল্লেখ্য, বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন আরটিভি কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ ও সম্মাননা জানাতে প্রথমবারের মতো এই কৃষি পদক দিয়েছে। কৃষি উদ্যোক্তা, উদ্ভাবক, গবেষক, কৃষক ও খামারিদের মোট ১০টি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেয়া হয়েছে। আয়োজকরা জানান, পদকপ্রাপ্তির মনোনয়নের ক্ষেত্রে আরটিভির নির্বাচন কমিটিকে সহায়তা দিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ যখন বিশ্বে উন্নয়নের উদাহরণ তখনও

শেষ পাতার পর

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৮ মার্চ ২০২১ রোববার ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

সম্প্রতি ২০ নাগরিকের দেয়া বিবৃতি প্রসঙ্গে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বিএনপি, জামাত ও ধর্মান্ধরা যখন প্রতিবাদের নামে জ্বালাও পোড়াও, জনগণ ও সরকারি সম্পদ নষ্টসহ সাধারণ নাগরিকের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে তখন এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা সবসময়ই নীরব থাকেন। ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে নিয়ে আসা হয়েছে। কোন স্বৈরাচারকে নিয়ে আসা হয়নি। এটা নিয়ে ধর্মান্ধরা দেশে তাবু চালাচ্ছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, ঢাকাসহ সারা দেশে প্রতিবাদের নামে জ্বালাও পোড়াও, জনগণ ও সরকারি সম্পদ নষ্টসহ সাধারণ নাগরিকের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। এ ধরনের আন্দোলন ও প্রতিবাদের অধিকার দেশের কোন নাগরিকের নেই। শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার সকল নাগরিকের রয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো: মেসবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এমপি, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের চেয়ারম্যান সাজ্জাদুল হাসান। অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ। মুখ্য আলোচক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বরেণ্য ইতিহাসবিদ ড. মুনতাসীর মামুন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা পাঠ করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাসানুজ্জামান কল্লোল।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, অর্থনীতির সকলক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কৃষিতে এখনও অনেক সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারলে দেশ আরও এগিয়ে যাবে।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, দেশে দুটি শক্তি বিরাজমান। একটি উন্নয়নের পক্ষে আরেকটি ধ্বংসের পক্ষে। যারা দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল তারাই আজ এ দেশের উন্নয়নের বিপক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আগামী প্রজন্ম যেন উন্নত রাষ্ট্রে নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদেরকে কাজ করতে হবে।

ড. মুনতাসীর মামুন বলেন, কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্যের কারণেই দেশে খাদ্য সংকট নেই। তবে অনুৎপাদনশীল খাতে বাজেট কমিয়ে উৎপাদনশীল কৃষিখাতে বাজেট আরো বৃদ্ধি করলে কৃষিখাতে আরও উন্নয়ন হবে। তিনি আরও বলেন, কৃষিবিদদের জন্য স্বতন্ত্র পে-স্কেল হওয়া উচিত।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল

শেষ পাতার পর

সাদিক আবদুল্লাহ এবং বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) মো. সাইফুল হাসান বাদল। জেলা প্রশাসক জসীম হায়দারের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পুলিশ কমিশনার শাহাবুদ্দিন খান বিপিএম (বার), উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক মো. শফিকুল ইসলাম বিপিএম (বার), পুলিশ সুপার জনাব মো. মারুফ হোসেন বিপিএম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মানিত উপপরিচালক জনাব হৃদয়েশ্বর দত্ত, সিভিল সার্জন ডা. মো: মনোয়ার হোসেন এবং গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব জেরাল্ড অলিভার গুডা প্রমুখ। মেলা আগত দর্শনার্থীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এতে কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শতাধিক স্টল স্থান পায়।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

বরিশালের উজিরপুরে কৃষকের মাঝে কম্বাইন

পঞ্চম পাতার পর

মো. তৌহিদ, উজিরপুর পৌরসভার মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন বেপারী, উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান অপূর্ব কুমার বাইন, উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান সীমা রানী শীল, কৃষি প্রকৌশলী মো. মশিউর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার প্রশান্ত হালদার, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিক প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে ২ জন কৃষক এবং ১ জন কৃষানির হাতে এ অত্যাধুনিক কৃষিযন্ত্রের চাবি তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, কম্বাইন হারভেস্টারের বাজার মূল্য ৩০ লাখ টাকা। কৃষকরা ভর্তুকি পেয়েছেন ১৪ লাখ টাকা। এ যন্ত্রের মাধ্যমে ধান কাটা এবং মাড়াই করলে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ খরচ সাশ্রয় হয়। পাশাপাশি শ্রম ও সময় অনেক কম লাগে। সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় উপকূল ও হাওরাঞ্চলের জন্য ৭০% আর অন্যান্য এলাকায় ৫০% ভর্তুকিমূল্যে কৃষকের জন্য উন্নয়ন সহায়তার এ কার্যক্রম চলমান আছে।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৪তম বর্ষ ❑ দ্বাদশ সংখ্যা
❑ চৈত্র-১৪২৭ বঙ্গাব্দ; মার্চ-এপ্রিল, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণ করেন। সাথে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি (শুক্রবার, ২৬ মার্চ ২০২১)।-পিআইডি

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া স্টুডিওতে আরটিভি কৃষি পদক ২০২১ অনুষ্ঠানে পদক প্রদান করছেন প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি (বুধবার, ৩১ মার্চ ২০২১)। প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

বাংলাদেশ যখন বিশ্বে উন্নয়নের উদাহরণ তখনও ধর্মান্ধরা দেশকে পিছিয়ে দিতে তৎপর: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা পৃথিবীতেই আলোড়ন তুলেছে, সারা পৃথিবী উদ্‌যাপনে শামিল হয়েছে। বিশ্বের যেসব দেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেনি, স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন দেয় নি বরং বিরোধিতা করেছে; সেসব দেশও এই উদ্‌যাপনে সামিল হয়েছে, বাংলাদেশকে বিশ্বে উন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। অথচ স্বাধীনতাবিরোধী, পাকিস্তানের এ দেশীয় দোসর-সহযোগী ও ধর্মান্ধরা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর উদ্‌যাপনকে ভুল ও কালিমালিপ্ত করার জন্য অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। এই ধর্মান্ধদের ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে। এ দেশ থেকে ধর্মান্ধদের মূলোৎপাটন করতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব জাহিদ ফারুক এমপি, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল

বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল। কোনো তলাহীন ঝুড়ি নয়। এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে আছি। আমরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি। ২০৪১ সালে সম্পদশালী দেশে পরিণত হবো। বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখতেন তাঁরই সুযোগ্য সন্তান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তা বাস্তবায়ন করে দেখালেন। আমরা উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছতে চাই। এ জন্য মিলেমিশে কাজ করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করেই তা সম্ভব। ২৭ মার্চ ২০২১ বরিশালের জেলা স্কুল মাঠে 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ উদ্‌যাপন' শীর্ষক দুদিনের উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেরনিয়াবাত

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd